আঁ হযরত (সাঃ)এর মহান মর্যাদা সম্পন্ন খলীফা রাশেদ ফারুকুল আযিম হযরত উমর খাত্তাব (রাঃ)এর প্রশংসাসূচক গুণাবলী ও ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা

১৭ সেপ্টেম্বর ২০২১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ
وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডস্থিত ইসলামাবাদের মসজিদ মুবারক হতে প্রদত্ত

সংক্ষিপ্তসার খুৎবা জুম'আ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۔ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ

হযরত উমর (রাঃ)'র যুগের ঘটনাবলীর বর্ণনা চলছিল, সেগুলির মধ্যে আজ 'ইয়ারমুক' এর যুদ্ধের ব্যাপারে বর্ণনা করব। 'ইয়ারমুক' এর যুদ্ধ ১৫ হিজরী মতানৈক্যে দামেস্কের বিজয়ের পূর্বে অর্থাৎ ১৩ হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিল। এক বর্ণনানুযায়ী এবং তথ্যাদি দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, হযরত উমর (রাঃ)'র নিকট সর্বপ্রথমে এযুদ্ধে মুসলমানদের বিজয়ের সংবাদ এসেছিল। রোমান সেনা দামেস্ক তথা হম্‌স্‌ এর দ্বারা পরাজিত হয়ে সীমান্তবর্তী নগর আন্তাকিয়া গিয়ে পৌঁছায়। যেখানে সম্রাট হিরাক্লিয়াস তাদের মধ্য থেকে কয়েকজন বিচক্ষণ ব্যক্তিকে নিজের দরবারে ডেকে নিয়ে এসে জিজ্ঞেস করে যে, তোমাদের সম্পদ এবং যুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্র-শস্ত্র তথা সর্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা থাকার পরেও তুলনামূলকভাবে দূর্বল ও বঞ্চিত আরবজাতি যুদ্ধে কিভাবে ও কি কারণে তোমাদেরকে পরাজিত করে? এপ্রশ্নে সভাসদরা সকলেই লজ্জিত হয়ে তাদের মস্তক অবনত করে। ঠিক তখনই একজন অভিজ্ঞ ও বয়োজৈষ্ঠ ব্যক্তি বলে যে, আরবরা শিষ্টাচারের দিক দিয়ে আমাদের থেকে অনেক অনেক ভাল। তারা রাত্রে উঠে এবাদত করে তথা দিনে রোযা রাখে। তারা কাউরির ওপর অত্যাচার-অনাচার করে না। তারা নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের চেতনায় উদ্বুদ্ধ। অথচ আমাদের অবস্থা এরূপ যে, আমরা মদ খাই, মন্দকাজ করি, ওয়াদাখেলাপী করি, অন্যের প্রতি অত্যাচার করতে থাকি। তাদের প্রত্যেক কাজে উৎসাহ ও স্থিরতা লক্ষ্য করা যায়। যেখানে আমাদের কাজে কর্মে সে সাহস ও স্থীরতা থাকে না। সম্রাট সিজার যদিও সিরিয়া থেকে সরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিল, কিন্তু খ্রীষ্টান দরবারীগণ যখন এসে তাকে না যাওয়ার নিবেদন করে তখন সে লজ্জিত হয় তথা একবার সে নিজ সাম্রাজ্যের পূর্ণ শক্তি মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রদর্শন করতে মনস্থ করে। ফলে তার আহ্বাণে রোম, কনষ্টানটিনোপল, আর্মীনিয়াসহ প্রত্যেক স্থান থেকে লক্ষ লক্ষ রোমান সৈন্য আন্তাকিয়া অভিমুখে অগ্রসর হতে আরম্ভ করে।

হযরত আবু উবায়দা (রাঃ)'র কানে যখন এই সংবাদ পৌঁছে— এখন কী করণীয়, এক প্রভাবপূর্ণ বক্তব্যের মাধ্যমে তিনি এ বিষয়ে নিজ বাহিনীর নিকট হতে পরামর্শ চান। ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ান পরামর্শ দেন যে, মহিলা সমেত বাচ্চাদেরকে নগরে রেখে দিয়ে নিজেরাই নগরের বাইরে সৈন্যবাহিনী মোতায়েন করা উচিৎ। একথার উত্তরে শারাহ্‌বিল হাসানা বলেন যে, নগরবাসীরা খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী সুতরাং এমনটি যেন না হয় যে, তারা নিজেরাই বিদ্রোহ করে বসে। একথার উত্তরে হযরত আবু উবায়দা (রাঃ) বলেন যে, সে ভয় থাকলে আগে থেকে খ্রীষ্টানদেরকে নগর থেকে বের করে দেওয়া যাক। শারাহ্‌বিল বলেন, এমনটি করলে তো সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ হয়ে যায়। একথা শুনে আবু উবায়দা (রাঃ) নিজের ভূল বুঝতে পারেন। অতঃপর পরিশেষে তাঁরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, দামেস্কে যাওয়া যাক। যেখানে খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ) রয়েছেন। তাছাড়া সেখান থেকে আরবের সীমান্তও অতীব নিকটে। এর পরে হযরত আবু উবায়দা (রাঃ)'র নির্দেশে নগরবাসীদের সুরক্ষার শর্তে আদায়কৃত জিজিয়া করের লক্ষ লক্ষ টাকা তাদের ফেরত দিয়ে দেওয়া হয়। এর দরুন ইহুদীদের ওপর মুসলিম বাহিনীর একটা বড় ধরণের প্রভাব বিস্তার হয়। হযরত উবায়দা (রাঃ) শুধুমাত্র হম্‌স্‌ বাসীদের প্রতি এই উদারতা দেখাননি বরঞ্চ যেখানে যেখানে মুসলিম বাহিনী বিজয় প্রাপ্ত করেছিল প্রত্যেক সেই এলাকাতেই লিখিত নির্দেশ পাঠানো হয় যে, যাদের নিকট যত পরিমান জিজিয়া কর্ আদায় করা হয়েছিল, প্রত্যেককে যেন তা ফেরত দেয়া হয়। এমনও প্রমাণ পাওয়া যায় যে, হযরত উমর (রাঃ)'র নিকট এ ব্যাপারে পরামর্শ চাওয়া হলে তিনি (রাঃ) বলেন যে, সবকিছু যদি তোমরা রক্ষা করতে না পার তবে, যাদের যাদের নিকট হতে তোমরা জিজিয়া-কর্ ইত্যাদি যা কিছু নিয়েছ, সবকিছু ফেরৎ দিয়ে দাও।

যখন হযরত আবু উবায়দা (রাঃ) ময়দানের সমস্ত বৃত্তান্ত হযরত উমর (রাঃ)'র নিকট লিখেন, অতঃপর তিনি (রাঃ) যখন এ সংবাদ পান যে, মুসলমানরা রোমিওদের ভয়ে হম্‌স্‌ চলে এসেছে, অত্যন্ত দুঃখ পান। অতঃপর তিনি (রাঃ) এ সংবাদ প্রেরণ করেন যে, এদিক থেকে সা'দ বিন আমির

কে সহায়তার জন্য প্রেরণ করা হচ্ছে। হযরত আবু উবায়দা (রাঃ) দামেস্কে পৌঁচেছেন মাত্র, এমন সময় আমর বিন আস-এর দূত পত্র নিয়ে পৌঁছে, যার বিষয়বস্তু এরূপ ছিল–জর্ডানের অঞ্চলগুলোতে গণবিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়েছে এবং রোমানদের আগমনবার্তা চরম আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। দ্বিতীয় দিন আবু উবায়দা দামেস্ক থেকে রওয়ানা হলেন এবং জর্ডানের সীমান্তে ইয়ারমুকে পৌঁছে শিবির স্থাপন করেন। আরবের সীমান্ত অন্যান্য সকল স্থানের চেয়ে এখান থেকে নিকটে ছিল। পেছনেই আরবের সীমান্ত পর্যন্ত উন্মুক্ত ময়দান ছিল যার ফলে এই সুযোগ ছিল যে, প্রয়োজনে যতদূর ইচ্ছা পেছনে সরে আসার সুযোগ ছিল। এদিকে রোমানদের আগমনবার্তা এবং তাদের সাজসরঞ্জামের বিবরণ শুনে মুসলমানরা বিচলিত ছিল। আবু উবায়দা হযরত উমর (রাঃ)'র কাছে একজন দূতকে প্রেরণ করেন এবং পত্র মারফৎ সবিশেষ অবহিত করান। পত্র পৌঁছলে হযরত উমর (রাঃ) মুহাজের ও আনসারদের একত্রিত করেন এবং পত্র পড়ে শুনান। সাহাবীরা চোখের পানি ধরে রাখতে পারেন নি এবং অত্যন্ত উদ্দীপনার সাথে উচ্চস্বরে বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! খোদার খাতিরে আমাদেরকে আমাদের ভাইদের জন্য জীবন বাজি রাখার অনুমতি দিন। খোদা না করুন, তাদের যদি সামান্যতম ক্ষতিও হয় তাহলে আমাদের জীবিত থাকা অর্থহীন। মুহাজের ও আনসারদের আবেগ-উচ্ছাস ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছিল, এমনকি আব্দুর রহমান বিন অউফ বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি নিজে সেনাপতি হোন এবং আমাদেরকে সাথে নিয়ে চলুন। কিন্তু অন্য সাহাবীরা এই মতের বিরোধিতা করেন এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, আরও সাহায্যকারী বাহিনী প্রেরণ করা হোক। শত্রুরা ইতিমধ্যে ইয়ারমুক থেকে তিন চার মনযিল দূরত্বে অবস্থান করছিল। এত কম সময়ে কোনরূপ সাহায্য পৌঁছানো সম্ভব ছিল না। তিনি তখন হযরত আবু উবায়দার নামে নিতান্ত প্রভাব বিস্তারী শব্দাবলীতে একটি পত্র লিখেন এবং দূতকে বলেন, নিজে প্রতিটি সারির কাছে গিয়ে এই পত্র পড়ে শুনাবে এবং নিজ মুখে বলবে যে, উমর তোমাদেরকে সালাম বলেছেন এবং আরো বলবে, হে মুসলমানরা! প্রানান্তকর লড়াই কর এবং নিজ শত্রুদের উপর বাঘের ন্যায় ঝাঁপিয়ে পড় আর তরবারি দ্বারা তাদের মাথা কেটে ফেল এবং তারা যেন তোমাদের কাছে পিপীলিকার চেয়েও তুচ্ছ হয়ে যায়। তাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদেরকে যেন ভীত-ত্রস্ত না করে এবং তোমাদের মধ্যে যারা এখনও তোমাদের সাথে এসে মিলিত হয়নি তাদের জন্য চিন্তিত হবে না। এটি এক অদ্ভুত দৈব ঘটনা যে, যেদিন দূত আবু উবায়দার কাছে আসে সেদিনই সাঈদ বিন আমেরও সহস্র সেনাসহ পাঁছে যান। এতে মুসলমানদের অসাধারণ শক্তি লাভ হয় এবং তারা অত্যন্ত দৃঢ়চিত্ততার সাথে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ আরম্ভ করে। উভয় দল পূর্ণ প্রস্তুতির সাথে বের হয়েছিল। রোমানদের দুই লাখের অধিক সেনাসদস্য ছিল এবং চব্বিশটি সারি ছিল যাদের সামনে তাদের ধর্মীয় নেতারা হাতে ক্রুশ নিয়ে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করছিল। উভয় সেনাদল মুখোমুখি হয়ে যুদ্ধ শুরু হলে, প্রথম দিন লড়াই শেষে যুদ্ধ মুলতবি হয়। রোমানরা যখন দেখল তারা পরাজিত হচ্ছে তখন পরবর্তী দিনে হযরত আবু উবায়দা (রাঃ)'র কাছে দূত প্রেরণ করে বার্তা পাঠায় যে, তোমাদের কোনো সম্মানিত অফিসারকে আমাদের কাছে প্রেরণ কর, আমরা তার সাথে সন্ধি-চুক্তির বিষয়ে আলোচনা করতে চাই। সেই বার্তাবাহক-দূত যখন এসে উপস্থিত হয় তখন সন্ধ্যা গড়িয়ে গিয়েছিল এবং কিছুটা বিলম্বে মাগরিবের নামায শুরু হয়। মুসলমানরা যে উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে 'আল্লাহু আকবার' বলে দাঁড়াল এবং যে একাগ্রতা, প্রশান্তি, ভাবগাম্ভীর্য এবং কাকুতি-মিনতির সাথে নামায আদায় করল, তা বার্তাবাহক দূত অবাক-বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখতে থাকে। নামায শেষ হতেই সে হযরত আবু উবায়দা (রাঃ)'র কাছে কয়েকটি প্রশ্ন করল যার মাঝে একটি প্রশ্ন হল, 'তোমরা ঈসা (আঃ)এর বিষয়ে কী বিশ্বাস রাখ? হযরত আবু উবায়দা (রাঃ) সূরা আল ইমরানের ৬০ নং আয়াত ও সূরা নিসা'র ১৭২ ও ১৭৩ নং আয়াত তেলাওয়াত করেন। এসব আয়াতগুলিতে আল্লাহ্তায়ালা হযরত ঈসা (আঃ) কে জন্মগতভাবে হযরত আদম (আঃ) এর সম-মর্যাদা সম্পন্ন বলেন। তাছাড়া এই আয়াতের পরবর্তী ব্যাখ্যায় বলেন যে, আহলে কিতাবদেরকে উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, তারা যেন ধর্মীয় বিষয়ে সীমালঙ্ঘন না করে। (অর্থাৎ নিজের সুবিধানুযায়ী তার রদবদল না করে) মসীহ্ কখনই এটাকে খারাপ দৃষ্টিতে দেখেন না যে, তাকে আল্লাহ্র বান্দা হিসাবে মানা হয়। অনুবাদক যখন আয়াতগুলোর অনুবাদ করে শোনাল তখন সেই বার্তাবাহক-দূত অবলীলায় বলে উঠল, আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি, 'ঈসার সঠিক বৈশিষ্ট্য এগুলোই আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তোমাদের নবী সত্য। একথা বলে তিনি কলেমায়ে তওহীদ পাঠ করেন ও মুসলমান হন। পরদিন হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ) রোমীয়দের সেনানিবাসে যান। রোমীয়রা তাদের শৌর্য-বীর্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে পূর্ব থেকেই ব্যবস্থা গ্রহণ করে রেখেছিল। তিনি (রাঃ) বাহানের তাঁবুতে পৌঁছালে সে খুব সম্মানের সাথে তাঁকে (রাঃ) স্বাগত জানায় এবং তার বক্তব্যের মাঝে ধন সম্পদের লালচ দিয়ে মুসলিম বাহিনীতে ফিরে যেতে বলে, কিন্তু হযরত খালিদ সে সমস্ত প্রত্যাখান করে ফিরে আসেন।

তারপর সেই শেষ যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হল যার পর রোমানরা আর সামলে উঠতে পারে নি। হযরত খালিদ (রাঃ) চলে আসার পর ভোর হলে রোমানরা যেভাবে উচ্ছাস ও সাজসরঞ্জাম নিয়ে বের হয়, যা দেখে মুসলমানরাও অবাক হয়ে যায়। হযরত খালিদ (রাঃ) এটি দেখে আরবের সাধারণ রীতির বাইরে গিয়ে নতুনভাবে সৈন্যবাহিনী সাজালেন। হযরত খালিদ (রাঃ) যখন দেখলেন, রোমানরা

সেই জোশের সাথে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বের হয়েছে তখন তিনি আরবের যে সাধারণ যুদ্ধরীতি ছিল তার বিপরীতে একটি নতুন পদ্ধতিতে সৈন্যবাহিনী সাজালেন। মুসলিম বাহিনীতে ৩০-৩৫ হাজারের মত যে সৈন্যসংখ্যাই ছিল সেটিকে ৩৬ ভাগে বিভক্ত করেন এবং সামনে পিছনে সুসজ্জিত সারি তৈরি করেন। প্রতিটি সারিতে বাছাই করা পৃথক পৃথক অফিসারদের নিযুক্ত করেন যারা বীরত্ব এবং যুদ্ধকৌশলে বিশেষ খ্যাতি রাখতেন। মুসলিম সেনার মাঝে সমস্ত আরবের মধ্যে বাছাইকৃত লোকগুলোই ছিল। তাদের মধ্যে বিশেষ বুযূর্গ যারা মহানবী (সাঃ)এর পবিত্র চেহারা দর্শন করেছিলেন তাদের সংখ্যা ছিল ১ হাজার। বদরের যুদ্ধে মহানবী (সাঃ)এর সাথে অংশগ্রহণ করা সাহাবীর সংখ্যা ছিল ১ শত। এই যুদ্ধাভিযানের আরও একটি বৈশিষ্ট্য হল, মহিলারাও এতে অংশগ্রহণ করেছিল এবং অত্যন্ত বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছিল।

অপরদিকে রোমানদের উত্তেজনার যে চিত্র ছিল তা হলো, ত্রিশ হাজার সৈন্য নিজেদের পায়ে শেকল পরে নিয়েছিল যেন পিছু হটার চিন্তাও না আসে। অর্থাৎ নিজেদের পা একে অপরের সাথে বেঁধে নেয়। যুদ্ধের সূচনা রোমানদের পক্ষ থেকে হয়। পঙ্গপালের ন্যায় দুই লক্ষ সৈন্য নিয়ে একযোগে অগ্রসর হয়। হাজার হাজার পাদ্রী এবং বিশপ্ হাতে ক্রুশ নিয়ে সামনে অগ্রসর হয় এবং 'হযরত ঈসার জয়' ঈসার জয় স্লোগান দিয়ে দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল। মোটকথা খ্রিস্টানরা প্রচণ্ড উদ্দীপনা নিয়ে প্রথমে আক্রমণ করে এবং তিরের বৃষ্টি বর্ষণ করে সামনে এগিয়ে আসে। মুসলমানরা অনেকক্ষণ অবিচল থাকে কিন্তু এত প্রকট আক্রমণ ছিল যে, মুসলমান সৈন্যবাহিনীর ডান পাশের উইং বিচ্ছিন্ন হয়ে সৈন্যবাহিনী থেকে আলাদা হয়ে যায় আর তারা একেবারে ছত্রভঙ্গ হয়ে পিছু হটে যায়। ছত্রভঙ্গ পরাজিত এই দলটি পিছু হটতে হটতে নিজ শিবিরের নিকটে এসে গেলে মহিলারা তাদেরকে নক্কারজনক ও লজ্জাজনক ভাষায় পূনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে যেতে বাধ্য করে। এমন ঘোরতর যুদ্ধ হচ্ছিল যে, চতুর্দিকে সৈন্যদের মাথা, হাত, বাহু প্রভৃতি কর্তিত হয়ে একের পর এক ঝরছিল, তথাপিও মুসলমানদের অবিচলতায় কোন চিড় ধরে নি।

হযরত খালিদ তার বাহিনীকে পেছনে লাগিয়ে রেখেছিলেন। তিনি অকস্মাৎ বুহ্য ভেদ করে বাইরে বেরিয়ে আসেন এবং এত প্রবল আক্রমণ হানেন যে, রোমানদের সারিসমূহের শৃংখলা নষ্ট করে দেন। আবু জাহলের পুত্র ইকরামা ঘোড়া নিয়ে সামনে এগিয়ে আসেন আর চারশত ব্যক্তিকে মৃত্যুর শর্তে বয়আত করান এবং এতটা অবিচলতার সাথে লড়াই করেন যে, প্রায় সকলেই সেখানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। ইকরামার মৃতদেহ যখন লাশের স্তুপে পাওয়া যায়। তখনো কিছুটা শ্বাসপ্রশ্বাস চলছিল, খালিদ নিজ উরুতে তার মাথা রাখেন এবং মুখে সামান্য পানি ঢেলে বলেন, খোদার কসম! উমর (রাঃ)'র ধারণা ভুল ছিল যে, আমরা শহীদের মৃত্যু মরব না। মোটকথা ইকরামা এবং তার সাথী যদিও মৃত্যুবরণ করেছেন কিন্তু তার পূর্বে তাঁরা রোমানদের সহস্র সহস্র সেনাকে হত্যা করেছেন।

দুর্ভাগ্যবশতঃ মুসলিমদের বাম অংশে অধিকাংশ লাহাম ও গুসসান গোত্রের লোক ছিল যারা সিরিয়ার বিভিন্ন দিকে বসবাস করত এবং এক সময় পর্যন্ত রোমানদের কর দিত। তাই রোমানভীতি যা তাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল ছিল তার এমন প্রভাব পড়ে যে, প্রথম আক্রমণেই তাদের পা ভড়কে যায়। মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও সেই পুরোনো ত্রাস বিদ্যমান ছিল। এতে ভীত হয়ে তাদের পা ভড়কে যায়। কিন্তু যাহোক অফিসাররা সাহস দেখায়। যদি অফিসাররা ভীতি প্রকাশ করত তাহলে লড়াই সেখানেই শেষ হয়ে যেত। রোমানরা ধাওয়া করতে করতে শিবিরের কাছে পৌঁছে যায়। মহিলারা এই অবস্থা দেখে অবলীলায় বেরিয়ে আসে এবং তাদের সাহসিকতা খ্রিষ্টানদের অগ্রযাত্রা সেখানেই রোধ করে।

তখন পর্যন্ত উভয়পক্ষ সমানতালে যুদ্ধ করছিল, বরং জয়ের পাল্লা রোমানদের দিকেই অধিক ঝুঁকে ছিল। কায়েস বিন হুওয়াইরা, যাকে খালিদ সৈন্যবাহিনীর একাংশ দিয়ে বাম উইং-এর পিছনের অংশে নিযুক্ত করেছিল, তারা আকস্মিকভাবে পিছন দিক হতে বের হয়ে এরূপ প্রচন্ড আক্রমণ চালান যে রোমান নেতারা (এই আক্রমণ) প্রতিহত করার সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়েও তাদের সৈন্যবাহিনীকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সমর্থ্য হয় নি। পুরো সেনাবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে এবং বিচলিত হয়ে পিছু হটে যায়। একইসাথে সাঈদ বিন যায়েদ মাঝখান থেকে বের হয়ে আক্রমণ চালান। রোমানরা অনেক দূর পর্যন্ত পিছু হটতে থাকে, এমনকি মাঠের একপ্রান্তে যে নর্দমা ছিল তার কিনারায় চলে আসে। মুহূর্তের মধ্যে সেই নর্দমা তাদের লাশে পূর্ণ হয়ে যায় এবং যুদ্ধের ময়দান ফাঁকা হয়ে যায়। এভাবে আল্লাহ্তা'লা মুসলমানদেরকে এই গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে মহান বিজয় দান করেন। যুদ্ধের এই ঘটনা স্মরণ রাখার যোগ্য যে, যখন প্রচন্ড যুদ্ধ হচ্ছিল তখন হাব্বাস বিন কায়েস, যিনি একজন সাহসী সৈনিক ছিলেন, প্রাণপনে লড়াই করে যাচ্ছিলেন, সে সময় তার পায়ে কেউ তরবারী দিয়ে আঘাত করে এবং এক পা কেঁটে গিয়ে পৃথক হয়ে যায়। হাব্বাস তা ঘুনাক্ষরেও অনুধাবন করতে পারেন নি। কিছুক্ষণ পর যখন সম্বিত ফিরে পান তখন খুঁজে বেড়ান যে, আমার পায়ের কী হল? মনে পড়ল যে, দেখি তো আমার পা কোথায়, (অর্থাৎ) পায়ের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলেন, পা নেই। এই যুদ্ধে রোমানদের লক্ষাধিক সৈন্য নিহত হয় এবং মুসলমানদের মধ্যে

মৃতের সংখ্যা ছিল তিন হাজার রোমান সম্রাট সিজার আন্তাকিয়ায় থাকা অবস্থাতেই পরাজয়ের সংবাদ পেয়ে তৎক্ষণাৎ কনস্টানটিনোপোল চলে যায়। আবু উবায়দা বিজয়ের সুসংবাদ দিয়ে হযরত উমর (রাঃ) এর নিকট পত্র প্রেরণ করেন। হযরত উমর (রাঃ) বিজয়ের সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে তৎক্ষণাত সিজদাবনত হন এবং খোদার নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) ইতিহাসের গভীর জ্ঞান রাখতেন। তিনি মনে করতেন, হযরত উমর (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করেই পিছিয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটে এবং কর ও অর্থসম্পদ যা ছিল তা ফিরিয়ে দেয়া হয়েছিল। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) হযরত ইকরামা (রাঃ) সম্পর্কে বলেন, মুসলিম বাহিনীর বিজয় অর্জনের পর হযরত ইকরামা ও তাঁর সাথীদের সন্ধান শুরু হলে দেখা যায় যে, বারোজন আহত লোকের মাঝে হযরত ইকরামাও ছিলেন। এক মুসলিম সৈনিক তাঁর কাছে আসেন, তখন তাঁর অবস্থা সংকটাপন্ন ছিল। তিনি বলেন, ইকরামা আমার কাছে পানির মশক আছে, তুমি একটু পানি পান করে নাও। তিনি ঘাড় ঘুরিয়ে দেখেন, কাছেই হযরত আব্বাসের পুত্র ফযল পড়ে ছিলেন। তিনিও গুরুতর আহত ছিলেন। ইকরামা বলেন, আমার আত্মাভিমান এটি সহ্য করতে পারে না যে, আমি যখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)এর ঘোর বিরোধী ছিলাম তখন যাঁরা তাঁকে সাহায্য করেছিলেন আজ তাঁরা এবং তাঁদের সন্তানরা পিপাসায় মৃত্যুবরণ করবে আর আমি পানি পান করে জীবিত থাকব। প্রথমে তাঁদেরকে পানি পান করাও। এরপর কিছু অবশিষ্ট থাকলে তা আমার কাছে নিয়ে এসো। সুতরাং সেই মুসলমান ফযলের কাছে যান, কিন্তু তিনি আরেক আহত ব্যক্তিকে দেখিয়ে দিয়ে বলেন, প্রথমে তাঁকে পান করাও, কেননা আমার চেয়েও তাঁর বেশি প্রয়োজন। তখন তিনি পরবর্তী আহত ব্যক্তির নিকট গেলে তিনি তাঁকে বলেন, আমার চেয়ে তাঁর দরকার বেশি, আগে তাঁকে পান করাও। এভাবে তিনি যে সৈন্যের কাছেই যান, তিনি তাঁকে আরেকজনের কাছে পাঠিয়ে দেন আর কেউই পানি পান করেন নি। অতঃপর যখন শেষ আহত ব্যক্তির কাছে যান তখন তিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন। তাই তিনি যখন ইকরামার কাছে পূনরায় ফিরে আসেন ততক্ষণে তিনিও শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। অবশিষ্ট আহতদের অবস্থাও একই হয়েছিল। যাঁর কাছেই যান যায় তাঁকেই মৃত পান। এটি ছিল এই যুদ্ধের ফলাফল। আল্লাহ্তা'লা এভাবে মুসলমানদের বিজয় দান করেন।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, এই স্মৃতিচারণ এখনো চলছে আর ভবিষ্যতেও অব্যহত থাকবে ইনশাআল্লাহ।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ.
عِبَادَ اللّٰهِ رَحِمَكُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ اُذْكُرُوا اللّٰهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ۔

('মজলিস আনসারুল্লাহ্ ভারত' থেকে প্রেরিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুৎবার অনুবাদ)

ONLINE SEND

KHULASA KHUTBA JUMMA HUZOOR ANWAR (ATBA)

17 SEPTEMBER 2021

Bangla Translation Compose & Distribute From

Ahmadiyya Muslim Mission
Badarpur, P.O. Boaliadanga
Distt: Murshidabad, 742101, W.B.

Toll Free Number- 1800 3010 2131, Website: www.alislam.org / mta.tv / ahmadiyyamuslimjamaat.in